https://www.amitrakshar.co.in/journal : www.amitrakshar.co.in
Volume – 3 | Issue – II | Mar-Apr 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)
Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

মানব মনস্তত্ত্বের জটিল রূপায়ণ : সন্তোষকুমার ঘোষের গল্প 'দ্বিধা'

ড. সঞ্জিত সরকার [১]

ISSN: 3049-0278 (Online) DOI (Crossref)Prefix: 10.63431
AIJITR - Volume - 3, Issue - II, Mar-Apr 2026

Copyright © 2026 by author (s) and (AIJITR). This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা, ভয়াবহ মন্বন্তর, নিষ্প্রদীপ, জাপানের বিমান হানা, কন্ট্রোল রেশনিং ইত্যাদি নানা ঘটনার ঘনঘটায় সমাজ জীবনে এক বিপর্যয় প্রত্যক্ষ করা যায়। এই উত্তাল সময়ে যাঁরা সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন তাঁদের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টি সমূহে এই বিপর্যস্ত সময়ের কথা অনিবার্যভাবেই এসেছে। এই ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সময়ের লেখকদের মধ্যে অন্যতম লেখক সন্তোষকুমার ঘোষ। তাঁর গল্প সমাজচেতনায়, নির্মম নিরাসক্ত বিশ্লেষণে, চরিত্রের অন্তর্জগত উদ্‌ঘাটনে বলা যায় তিনি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরাধিকারী। বিধ্বস্ত অবক্ষয়িত সময়ে জাত মানুষের অন্তর্লোক ও বহিঃলোকের বিচিত্র অন্তর্জগত তিনি তাঁর গল্পে অসাধারণ নিপুণতায় জীবন্ত রূপ দিয়েছেন। চরিত্রগুলির মনন চিন্তা, মানস জগতের নানা রহস্য উদ্‌ঘাটন, হৃদয়ের বিশ্লেষণ, ব্যক্তির অস্তিত্ব ও প্রকাশ মাধ্যমে আত্মজৈবনিক দৃষ্টিতে লেখক সন্তোষকুমার ঘোষ বহুমাত্রিক শিল্প সার্থকতা অর্জন করেছেন। এই নিবন্ধে তার লেখা 'দ্বিধা' গল্পটি প্রেক্ষাপট করে মানব মনস্তত্ত্বের নানাদিক আলোকপাত করার প্রয়াসী হব।

মানব মন ও মনের অন্তরে শায়িত নানা প্রবৃত্তির বিচিত্র ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াকে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করলেন সিগমুন্ড ফ্রয়েড ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর আবিষ্কৃত তত্ত্বের আলোকে জীবনের নানা অসংগতি যৌক্তিক উদ্ভট আচরণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সম্ভব হল। তাঁর এই বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদী ব্যাখ্যার ফলে মানবিক সম্পর্কগুলো নানা প্রশ্নের মুখোমুখি হল। কারণ তিনি প্রথম সন্ধান দিলেন মানব মনের চেতন মনের সমস্ত কর্মকাণ্ডের নেপথ্য চালিকাশক্তি হলো অবচেতন মন। সিগমুন্ড ফ্রয়েড ও সমভাবাপন্ন অনুগামীদের মতে মানব মনের নিয়ামক এই অবচেতন ক্ষেত্রটি অত্যন্ত বিশৃঙ্খল। এই অবচেতন স্তর মনের অধিকাংশ স্থান জুড়ে রয়েছে। যদিও এই অবচেতন স্তরের ওপর আমাদের তেমন কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। অথচ মানব মনের প্রতিটি ক্রিয়াকর্মের গতিপ্রকৃতিকে চালনা করছে। আমরা জানি মানব মনের অবচেতন অংশে কাম-ক্রোধ, লোভ-লালসা, হিংসা-স্বার্থপরতা ইত্যাদি নানামুখী প্রবৃত্তির একচ্ছত্র অধিষ্ঠান। এই অবচেতনের ওপর সচেতন মন বা অহং সত্তার প্রভাব খুবই সীমিত। অপরপক্ষে অবচেতনের অপরিসীম প্রভাব জীবনকে জটিল করে তোলে ।

মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ বলতে মূলত কোন সাহিত্যিকের সৃষ্ট চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ বোঝায়। আর যেকোনো সাহিত্যের চরিত্র লেখকের দ্বারা সৃজিত। একজন লেখকের মানসজগৎ, তাঁর ইচ্ছা, অভিপ্রায়, আদর্শ, জীবন দৃষ্টি সেই চরিত্রে প্রতিফলিত হয়। মানব মনস্তত্ত্বের সঙ্গে সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। কেননা সাহিত্যে মানব মনের নানা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষিত হয়। ব্যক্তি মননের আশা আকাঙ্ক্ষা, ঘৃণা, প্রেম, হতাশা, স্মৃতি, উদ্যম, প্রেরণা ইত্যাদি নানা দিক বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে আলোকিত করার প্রয়াস থাকবে এই নিবন্ধে।

প্রবৃত্তি তাড়িত নারী চরিত্রের অবচেতন স্তরে সঞ্চিত আদিম অরণ্য দেহজ সুখ স্বাদের জন্য উন্মুখ সত্তার শিল্পসার্থক রূপায়ণ সন্তোষকুমার ঘোষের' দ্বিধা' গল্পটি। পরিশীলিত, সংস্কৃতমনা আধুনিক রুচিশীল ধোপ ধুরস্ত চাকচিক্যময় জীবনের অন্তরালে যে ক্লেদাক্ত দেহজ কামনা-বাসনার তীব্র চোরা স্রোত বহমান তা করুণা চরিত্রের মাধ্যমে লেখক ব্যক্ত করেছেন। গল্পের কথক এক মফস্‌সল কলেজের পৌনে দুইশ টাকার মাইনের এক অধ্যাপক। এই কথকের উত্তম পুরুষের জবানিতে গল্পটি কথিত। বছর দশেক আগে কলকাতায় কলেজে পড়ার সময় ষোড়শী করুণাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে প্রেমে পড়েছিলেন। করুণার বাবা অধ্যাপক চক্রবর্তী বরাবরই থাকে পরীক্ষার সবচেয়ে উঁচু নম্বরটি দিতেন। সে মনে করেছিল কন্যার হাতটিও তার হাতে তুলে দেবেন। তবে বিলেত ফেরত দু'হাজার টাকা মাইনের ইঞ্জিনিয়ার সুপ্রকাশ সোম করুণাকে অনায়াসে জয় করে নেয়। আধ ময়লা ধুতি-পাঞ্জাবি পরিহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রের প্রেমের কবিতা নয় বরং বহির্বিশ্ব দেখা ইংরেজি জানা সুচাকুরে সুপ্রকাশের চোখের দুত্যিই করুণাকে বশ করে। অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের হাতছানি হৃদয়ের উত্তাপকে ঢেকে দেয়।

[১] *M.A, M.Phil, Ph.D, Sanjt.sarkar88@gmail.com*

DOI Link (Crossref) Prefix: https://doi.org/10.63431/AIJITR/3.II.2026.91-93
AIJITR, Volume 3, Issue –II, March - April, 2026, PP.91-93
Received on 1st March, 2026 & Accepted on 10th March, 2026, Published: 31st March, 2026

https://www.amitrakshar.co.in/journal : www.amitrakshar.co.in
Volume – 3 | Issue – II | Mar-Apr 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)
Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

সহজ সরল জীবন যাপনে অভ্যস্ত অধ্যাপক তথা কথকের সঙ্গে দশ বছর পরে আবার দেখা হয় করুণার। সাফল্যের চূড়ায় আসীন পি.ডবলু. ডি ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার সুপ্রকাশ ও তার স্ত্রী করুণা নতুন শহরে এসে অভিজাত মহলে সকলের প্রিয় হয়ে ওঠে। ক্লাবে পৃষ্ঠপোষকতা করা, বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণী সভায় উপস্থিত হয়ে ছাত্রদের বই উপহার দেওয়া, শহরের মেয়েদের নিয়ে সমিতি করা, শিল্প কেন্দ্র খোলা, নাটক মঞ্চস্থ করা ইত্যাদি কাজে তারা যুক্ত হয়ে এই নিরস শহরকে রঙিন ও বৈচিত্র্যময় করে তোলে। তাদের বাংলোতে জন্মতিথি, বিবাহ বার্ষিকী কিংবা বর্ষামঙ্গল ইত্যাদি কোনও না কোনও উৎসব লেগেই থাকে। এই উৎসব উপলক্ষে বাইরের দু চারজন মাঝে মধ্যে আমন্ত্রিত হয়ে আসে। উদ্দেশ্য তাদের দাম্পত্য সুখ-সাচ্ছন্দ, আনন্দ বাইরের মানুষজনও প্রত্যক্ষ করুক। সুপুরুষ সুপ্রকাশ করুণার জীবনের সবটাই জুড়ে আছে। দুজনে একসঙ্গে বহুদূর ড্রাইভ করে ফলস্ দেখতে যায়, বাজার করে, বাড়িতে সারাক্ষণ বাগানের পরিচর্যা করে, গ্রামোফোনে গান শোনে, তাস খেলে। কথকের চোখে আমরা পাঠকরাও এক সুন্দর শান্ত সৌম্য রোমান্টিক কমনীয় সুখী দাম্পত্যের ছবি দেখতে পাই।

করুণা তাদের নতুন সহিস গুরুবক্সকে মডেল করে ছবি আঁকায় মেতে ওঠে। দেখতে তামাটে, কর্কশ, পেশি দৃপ্ত এই পাঞ্জাবি সহিস এতটাই বশ যে মনিব পত্নী যেভাবে ঘুরে ফিরে দাঁড়াতে বলে ঠিক সেভাবেই বিনা বাক্যে প্রস্তর মূর্তির ন্যায় ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে ছবি আঁকতে সাহায্য করে। সরু সরু, কাঠি কাঠি, লিকলিকে হাত পায়ের ছবিতে আমাদের দেশ ছেয়ে গেছে। করুণা তাই বলশালী শক্ত পেশীবহুল গুরুবক্সকে স্পেসিমেন করে একটা সিরিজ এঁকে ফেলে। লেখক এই গুরুবক্স চরিত্রকে অবলম্বন করেই করুণার অবচেতন স্তরে সঞ্চিত নিরাবরণ সত্তার উন্মোচন করেছেন। কথকের চোখে গুরুবক্সকে আমরা যে রূপে দেখি তা হল—------

"কালো মজবুত শরীরের ওপর ফোলা ফোলা রগ, মনে হয় পাথর কুঁদে তৈরি। উজ্জ্বল চোখ দুটির দৃষ্টি হিংস্র ও বন্য। করুণা যখন ওকে আঁকে তখন ঈষৎ কৌতূহলী ভাবে তাকিয়ে থাকে।..... মাথায় চৌকাঠ ঠেকানো চেহারা। পাথুরে রঙে আলো ঠিকরে ফিরে আসছে । পেশির খাঁজে খাঁজে করোগেট টিনের দৃঢ়তা। অনুচ্চ নাক আর পুরো ঠোঁটের ওপর চকচকে দুটি চোখ।"[১]

পরিশীলিত নিপাট ভদ্র অভিজাত মানুষের মাঝে এই অরণ্যচারী আদিম পৌরুষের প্রতিমূর্তি খানিকটা বেমানান হলেও তার প্রতি করুণার যেন একটা বাড়তি স্নেহ লক্ষ করা যায়। কথক এই গুরুবক্স কে আধুনিক সভ্য চাকচিক্য মানুষের মতো করে তুলতে বললে করুণা জানায়—-

"পালিশ করা এনামেল করা মানুষ তো কত দেখলুম ও বুনুই থাক।"[২]

গুরুবক্সের প্রতি করুণার এই স্নেহের অন্তরালে এক গভীর মনস্তত্ত্ব রয়েছে। আমরা জানি আমাদের নির্জ্ঞান মনে দুই ধরনের উপাদান রয়েছে। একটি হলো মানুষের জৈবিক প্রবৃত্তি, আরেকটি হল অবদমিত কামনা-বাসনা। বাস্তব জীবনে আমরা আমাদের অবাঞ্ছিত সমাজের রীতি বিরুদ্ধ কামনা বাসনা মনের নির্জ্ঞান স্তরে অবদমিত করি। ফ্রয়েড মনের এই অংশের নামকরণ করেছেন অদস বা ইদ। প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত অদস কেবল অন্ধভাবে সুখ প্রাপ্তির দিকে ধাবিত হয়। প্রবৃত্তিগত সুখের তাড়নায় চালিত অদস বাস্তবের ধার ধারে না। গল্পের নায়িকা করুণার মনে সঞ্চিত এই প্রবৃত্তিই সহিস গুরুবক্সকে প্রশ্রয় দিতে প্রেরণা জুগিয়েছে। তার নির্জ্ঞান অংশে লুকিয়ে থাকা অদস, অহম ও অধিশাস্তার নির্দেশ বিবেচনা করে প্রবৃত্তিগত চাহিদা পূরণের রাস্তা খোঁজে। অপরদিকে মনিব পত্নীর প্রশ্রয় পেয়ে গুরুবক্সেরও অবদমিত কামনা-বাসনা জেগে ওঠে। আর তাই করুণা লক্ষ করে— তার "আকার-ইঙ্গিত ডিসেন্সির লিমিট ছাড়িয়ে যেতে চাইছে"[৩]। স্বামীর কাছে তা ব্যক্ত করায় সামান্য সন্দেহের বশেই সুপ্রকাশ করুণার প্রচ্ছন্ন অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার কাজ থেকে বরখাস্ত করে। অপমানিত লাঞ্ছিত গুরুবক্সের – "সেই চোখ দুটিতে যেন চকমকি পাথর ধ্বক করে জ্বলে উঠল। একবার দৃষ্টি ঘুরিয়ে রাখল করুণার মুখের ওপর।"[৪] বরখাস্তের আসল কারণ গুরুবক্সের কাছেও অজানা থাকে না। করুণার এই আচরণে সেও বিস্মিত।

গুরুবক্সকে তাড়ানোর দুইদিন পর এমন এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটল যা এই শহরে আগে কখনো ঘটেনি। বৃষ্টি ঝড়-ঝঞ্ঝার বিকেলে সুপ্রকাশ টুরে বের হয়। সে রাত্রে বাড়ি ফেরার কোন কথা ছিল না। তবে দশ মাইল দূরে গিয়ে জানতে পারে দুর্যোগের জন্য খেয়া পারাপার হবার স্টিমার স্টেশনে ফেরি বন্ধ। ফলে বাধ্য হয়ে মধ্য রাত্রে শেষ গাড়ি ধরে বাড়ি ফিরে আসে। অন্ধকার বাংলোয় এসে দেখে শোবার ঘর ভেতর থেকে বন্ধ। অসহিষ্ণু হাতে জোরে জোরে করক্ষেপ ও ধাক্কা দিয়েও করুণার কোনো সাড়া পায় না। মরিয়া হয়ে সজোরে লাথি মেরে দরজা ভেঙ্গে ভিতরে ঢোকে। গুরুবক্সকে করুণার সঙ্গে নিজের বন্ধ শয়ন ঘরে দেখে বিস্ময়ে ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে পড়ে সুপ্রকাশ। গুরুবক্সকে আক্রমণ করে। সুপ্রকাশের কাঁধের কাছে ছুরি দিয়ে আঘাত করলেও শেষ পর্যন্ত গুরুবক্সই ধরাশায়ী হয়। সুপ্রকাশের ইচ্ছা ছিল না এই কেলেঙ্কারি নিয়ে মামলা হোক। কিন্তু অভিজাত উঁচুঘরের এই কেচ্ছা চাকর বাকরের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। সারা শহরে ঢি ঢি পড়ে যায়। তাই বাধ্য হয়েই শেষ পর্যন্ত তারও মনে হয় ---"জানাজানি যখন হলই, তখন চূড়ান্ত হোক"[৫]।

প্রাথমিকভাবে করুণা মুষরে পড়লেও পরে গুরুবক্সের প্রতি প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে ওঠে। ডাক্তারি পরীক্ষা, আদালতে সবার সামনে জবানবন্দী দেওয়ার সময় তার চোখ থেকে প্রতিহিংসার আগুন ঝরতে দেখে বিস্মিত কথক। গুরুবক্সের কৌঁসুলি সেন সাহেব তার মুখ থেকে একটাও এলোমেলো কথা বের করতে পারেনা। করুণার সপ্রতিভ কুণ্ঠাহীন বিবৃতিতে হাকিমও অভিভূত হন। আদালতে সংকোচহীন স্বীকারোক্তি মেয়েদের মধ্যে সাধারণত প্রত্যক্ষ করা যায় না। করুণার জবানবন্দী ও সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে গুরুবক্সকে এগারো বছরের কঠোর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন হাকিম ।

আপাতভাবে এই দুর্ঘটনাটি একটি সহজ সরল ব্যাপার বলেই মনে হয়। তবে মনোবিকলন তত্ত্বের আলো ফেলে আমরা এই ঘটনার অন্তরালে এক রহস্যময় গহীন অন্ধকার প্রত্যক্ষ করি। করুণার অবচেতন মনের ইঙ্গিতময় গুঢ়ৈষা, এই রহস্যকে আরো ঘনীভূত করে তোলে। রায় বেরোনোর দিনই কথক করুণার সই করা একটি চিরকুট পায়। পরের দিন সন্ধ্যায় তাদের বাংলোয় আয়োজিত এক প্রীতি সম্মেলনে আমন্ত্রণের চিঠি। কলেজের লাইব্রেরি যাওয়ার পথে উকিল ভুদেববাবুর বাড়িতে দেখা হয় গুরুবক্সের আইনজীবী সেন সাহেবের সঙ্গে। কেসটা হেরে যাওয়ায় আক্ষেপ করেন এবং হাইকোর্টে আবার আপিল করবেন তা জানায় সেন সাহেব। গুরুবক্সের মত নিঃস্ব কপর্দক শূন্য একজন সহিস হাইকোর্টের খরচ কোথা থেকে যোগাবে তা ভেবে বিস্মিত হয় কথক। অধ্যাপককে সেন সাহেব একটি চিরকুট দেখান। যাতে লেখা আছে—

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 3 | Issue – II | Mar-Apr 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

"হাইকোর্টে প্রাণপণ লড়বেন। খরচের জন্য ভাববেন না। যথা সময়ে কলকাতার ঠিকানায় খরচ যাবে।"[৬] চিরকূটটার হস্তাক্ষর দেখে অধ্যাপক চমকে ওঠে। চেতনায় যেন হাতুড়ির আঘাত পড়ে। একই হস্তাক্ষরে লেখা আরেকটি চিরকূট তার বুক পকেটেই আছে। স্বাক্ষর না থাকলেও তার বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না এই চিরকূটটি করুণার লেখা। অবিশ্বাস্য এই আকস্মিক আবিষ্কারে এক ধরনের উত্তেজনা অনুভব করে কথক ।

পরদিন সন্ধ্যায় কথক সুপ্রকাশদের সম্মিলনী অনুষ্ঠানে যায়। গিয়ে দেখে আগুনরঙা এক শাড়িতে অনির্বচনীয় সাজে সজ্জিত করুণা অমায়িক হেসে সকলকে আপ্যায়ন করছে। সুযোগ পেয়ে প্রেমে প্রত্যাখ্যাত কথকের মনে করুণাকে নির্মম আঘাত করার রোখ চেপে যায়। গোপনীয় কথা বলার ভঙ্গিতে করুণা জানায় হাইকোর্টে আপিল করার জন্য গুরুবক্সের উকিলকে যে টাকা দিচ্ছে তার হাতের লেখা সেন সাহেবের কাছ থেকে সে দেখে এসেছে। এ কথা শুনে করুণার যে অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে তাতে গল্পের আপাতত সহজ সরল কাহিনী আর সরল থাকে না। এক জটিল মনস্তাত্ত্বিক গল্পে পর্যবশিত হয়। সহজ স্বাভাবিক করুণার মধ্যে কথক লক্ষ করে—

"যে মুখ স্বাস্থ্যে, সৌন্দর্যে, প্রসাধনের নৈপূণ্যে জ্বলছিল, পলকে সেটা ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেল। ঈষৎ আতঙ্ক ফুটে উঠল সে মুখে। দু' এক ফোঁটা ঘামও দেখা গেল।"[৭] আদালতে যার নির্ভীকতা সাহসিকতার কাছে বিপক্ষের উকিল ধরাশয়ী হয়ে পড়েছিল, সেই করুণার মধ্যেই গল্পের কথক লক্ষ করে— "ওর কম্পিত বুকের ওঠা পরার নিচে স্পষ্টতই একটা ভীত সত্তা লুকানো আছে।..... সে মিসেস সোম নয়, অরণ্য সুখস্বাদের জন্যে যার অলক্ষ সত্তা উন্মুখ।"[৮] একটা সন্দেহের ছুরি বিদ্যুতের মত কথকের মনের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত ঝলসে দেয়। করুণার এই রহস্যময় আচরণ তার অবচেতন স্তরের আদিম প্রবৃত্তি তাড়িত সত্তার উন্মোচক হয়ে ওঠে। তার মনে প্রশ্ন জাগে—

"আজ মামলা জিতে উৎসব করছ করুণা, কিন্তু যে সেদিন, সেই ঝড় জলের রাত্রে সুপ্রকাশ যদি অতর্কিত এসে না পড়ত তা হলে কি এই মামলা আদৌ হত?"[৯]

এই প্রশ্নের অবকাশই গল্পটিকে একটি সার্থক মনস্তাত্ত্বিক গল্প করে তোলে। আর তাই অনায়াসেই বলা যায় মধ্যবিত্ত জীবনের রূপকার সন্তোষকুমার ঘোষের এই 'দ্বিধা' গল্পটি মানব মনস্তত্ত্ব প্রকাশে একটি সার্থক গল্পের মর্যাদা অর্জনের দাবিদার হয়ে ওঠে।

তথ্যসূত্র

১. গল্প সমগ্র, সন্তোষকুমার ঘোষ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ- জানুয়ারি ২০১৬, পৃষ্ঠা- ৩৮
২. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৮
৩. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৮
৪. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৮
৫. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৯
৬. তদেব, পৃষ্ঠা- ৪১
৭. তদেব, পৃষ্ঠা- ৪২
৮. তদেব, পৃষ্ঠা- ৪২
৯. তদেব, পৃষ্ঠা- ৪২

সহায়ক গ্রন্থ

১. বসু, গিরীন্দ্রশেখর, স্বপ্ন, কলকাতা, বিবেকানন্দ বুক সেন্টার, চতুর্থ সংস্করণ-২০১৩
২. বসু, অরূপরতন, সিগমুন্ড ফ্রয়েড(ভাষান্তর), কলকাতা, দীপায়ন, জুলাই-২০০৭।
৩. মিত্র, মাধবেন্দ্রনাথ ও পুষ্পা মিশ্র, সিগমুন্ড ফ্রয়েড মন:সমীক্ষণের রূপরেখা, কলকাতা, সেন্ট্রাল এডুকেশনাল এন্টারপ্রাইজেস প্রা. লি. ২০০৭।
৪. এবং মুশায়েরা, সিগমুন্ড ফ্রয়েড, পুষ্পা মিশ্র(সম্পাদক), কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০১৮

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431